অনুগত কলকাতা

রাজীব সিংহ

অনুগত কলকাতা

রাজীব সিংহ

প্রতিভাস

প্রতিভাস □ কলকাতা

ANUGATO KOLKATA
A Collection of Bengali Poems
by Rajib Sinha

রচনাকাল
২০০৫-১০১০

কপিরাইট
শম্পা সিংহ

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা, জানুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা - ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা - ৭০০০০২
দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮

প্রচ্ছদ
শোভন পাত্র

দাম
৭০ টাকা

শঙ্খ ঘোষ
শ্রীচরণেষু

আমাদের প্রকাশিত কবির অন্যান্য বই

কেরিয়ারগ্রাফ (কবিতা সংকলন)

ঘাইহরিণীরা (গল্প সংকলন)

অন্ত্যজ অন্ধকার (উপন্যাস)

সূচিপত্র

প্রান্তিক	১১	৩৭	সে ও আমি
অনন্ত ও তার বন্ধুরা	১২	৩৮	মধ্যবর্তী দিনসময়
হাউ মেনি রোডস্...	১৪	৩৯	ক্যাম্ফফায়ার
কেয়ার করি না	১৬	৪০	দিঘিজল
সংখ্যালঘুদের জন্য	১৮	৪১	কৃৎকৌশল
সকালবেলার কবিতা	২৫	৪২	চারণ
বিরোধাভাস	২৬	৪৩	পৃথিবীতে শেষ কয়েকটা বছর
তোমার জন্য	২৭	৪৪	স্মৃতির নদীতে
বাংলা কবিতা	২৮	৪৫	ভোর
মেঘতলভূমি	২৯	৪৬	বনলতা, প্রিয়তমাসু
খেলনানগর	৩০	৪৮	খোলামকুচি
মানুষ আর ভগবান	৩১	৪৯	অঘোরপন্থা
যুক্তি, তর্ক	৩২	৫০	রোলমডেল
কাটি পতঙ্গ	৩৩	৫২	সে ও কলকাতা
অপর-নির্মাণ	৩৪	৫৩	শেষ ধারাপাত
প্রেমিক	৩৫	৫৪	তথ্যচিত্র
প্রথমত	৩৬	৫৫	একাগ্র

অনুগত কলকাতা ৫৬

তুমি কী টুকছো নিজেকেই—খাতায় বক্তৃতায়
ক্লাশরুমের গেঁয়ো-সভায়! তুমি কী লিখছো
তুমি জানোনা—
প্রতীক্ষা না কি অপার জিজ্ঞাসা!
মানুষের দৈন্য অহংকার মানুষীর পারাবত ভালোবাসা...
পর্বতকোটর থেকে গড়িয়ে নামছে জল, স্রোত,
অনর্গল মিথুনকাহিনি

আশ্চর্য এক রাত তোমাকে ঝিঁঝির শব্দে
উতলা করে রাখে। মনখারাপের জন্য
যে যোগ্যতামান তুমি অর্জন করেছো
তা কুড়োতে পারে প্রশংসা
পেতে পারে নোবেল বা নিদেনপক্ষে বাংলা আকাদেমি

আমি তো তোমার মতোই লিখতে চাই প্রেম
অভিসম্পাত অ্যাড্রিনালিনের পয়ঃপ্রণালী
আকাশে এখন অগ্ন্যুৎপাত
রানওয়ে নিঃসঙ্গ উড়ালবিহীন

প্রান্তিক

কে তুমি? পুব না পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণের?
তুমি কী ডুয়ার্সের-তরাইয়ের না কাকদ্বীপ সমুদ্রগড়ের?
তোমার শার্টের অস্তিনে কোথাকার ধুলো, কোথাকার মাটি
লেগে আছে! খোপ-খোপ হস্টেলঘরে
চারটি জেলার চারটি নদী মুখোমুখি--
চারটি বেড়ে প্রতিশ্রুতিময়—
তোমাদের ওইসব নদীজলে গুলে দিয়ে জলরং
বাংলা কবিতা যদি পুনর্বার দিকসচেতন হয়; তবে তো
খমক বেজে ওঠে ভুবনডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে
গোয়ালপাড়ায় কংসাবতীর ঘোলাজলে তিস্তার নুড়িপাথরে...

দেয়াললিখনে ডাক, চলো ব্রিগেড—
চলো বুড়িপিসি চলো রাঙাদিদি
চলো বাংলাকবিতার মেনরোডে নতজানু
পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ...

ওঃ স্বপ্ন, স্বপ্নময়। তুমিও এতদিনে তবে আঞ্চলিক, এতদিনে
তবে হয়ে গেলে পুরাণপ্রতিমা! সবুজ ঘাসের গ্রহে
ছড়ানো-ছেটানো কিছু কথা ব্যাকুলতাময় :
ওষ্ঠে চুম্বণস্বাদ, নগ্নহাত আর
ঘোর অন্ধকারে খুলে যাওয়া জট,
গ্রাম দিয়ে গড়ে তোলা সুনিপুণ বাংলাকবিতা...

এসো মৌসুমী, মৌসুমী হাওয়া
বৃষ্টিবিন্দু নিয়ে ঝরে পড়ো
কবিতার নিরক্ষর নাগরিক রুক্ষ খাতায়...

অনন্ত ও তার বন্ধুরা

রাজনৈতিক কর্মীদের মতো অনন্তও
প্রতিশ্রুতি দেয় আমাকে।
আমি ভাবি। ভেবেই চলি—
কীভাবে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর
সহজেই বালিশ পেতে দেওয়া যেতে পারে
রাক্ষুসে ঘুম; আন্দোলনকারীদের অলীক জলসায়
নিজেকে হাজির করতে গিয়ে
উঠোনের কোণে অযত্নে পড়ে-থাকা সন্ধ্যামণি গাছের মতো
অস্পষ্ট মনে পড়ে যায়
সুনন্দিতা দেবনাথের মুখ...

মানিকতলায় রাজাবাজারে সুলেখায় গড়িয়ায়
তখন অভিসন্ধিমূলক অনন্ত—
রাত্রিবেলা বন্ধুদের মেসে গিয়ে কড়া নাড়ে
কড়া নাড়ে লেখকদের বাড়ি
গায়কদের শান্তিসুরভিত ফ্ল্যাটে;
আমরা যাদের ছোটো থেকে বন্ধু হিসেবে জানি
তারা অনন্তর ডাকে সাড়া দিই না।
ফোনে, কখনো সামনা সামনি
রাজনৈতিক কর্মীদের মতো অনন্তও
প্রতিশ্রুতি দেয় আমাকে।
একটা স্থির জীবিকা, শহরে গোছালো ফ্ল্যাট
সুন্দরী বউ ... আমি ভাবি। ভেবেই চলি—

এসে যায় বুকফেয়ার, বেনফিশ, আমাদের স্বপ্নের দোকান
মাঠের শিশির আলো আর ঝাঁঝালো পারফিউম
অনন্তর প্রতিশ্রুতির মতো অলীক মনে হয়;
সারাজীবন সাদা পৃষ্ঠায় কাটাকুটি আর রূপক আর ব্যঞ্জনার আড়াল
নিজেকে টুকতে গিয়েই যত ফরমায়েসী প্রকৃতিবর্ণন
ওই দাড়িওলা বা দাড়িবিহীন কবিদের স্থূল-ক্লোন হয়ে

জন্ম নেবো না আর— এই সব ছাতামাথা
ভাবতে আর ভাবতে ছাপা হয়ে যায় চারফর্মা
রঙিন প্রচ্ছদ
ব্লার্বে সচিত্র বায়োডাটা...

চেয়ে দ্যাখো, মিনারের নিচে জড়ো হয়েছে
দুর্গাপুর মালদা বহরমপুর শিলিগুড়ি পুরুলিয়া
কলকাতায় এখন বিকেন্দ্রীকরণ
অনন্ত ও তার বন্ধুদের

হাউ মেনি রোডস্...

এত বেশি কাছের তাই বুঝি অচেনা, রুদ্ধদ্বার...

অঝোর বৃষ্টি আর মানুষের হল্লা—বাইরে গলিপথ—
উর্দির রং খাকি তবু হাতের মোবাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক :
পাঁচটি তরুণী-ছায়া তখন বিপজ্জনক সূতোর ওপর,
বাবা দাদা প্রেমিক বন্ধু না সংবাদমাধ্যম—
কার ঘরে বেজে ওঠে ফোন নিরাপদ দূরত্বে?
আমি তো নির্মাণপর্বে ঘরে বসে টিভি ওলটাই
বিষণ্ণ-ইস্তাহার জুড়ে ঝরে পড়ে অকালবর্ষণ...
ডিলানের গান

তুমি কী যথেষ্ট সুখী নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীব?
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা কাব্য কী ভয়ানক চেতনাকাতর—
নিম্নবর্গ নিম্নবর্গ কিসের বিকার,
কখনও লিখেছিল ধানগাছ, এঁকেছিলে
রোদেমাখা শস্যফলন!

সন্তর্পণে পা ফেলি। পাশ কাটাই।
যে-কোনো সৌজন্যবিনিময়ও অহেতুক
মিথ্যা মনে হয়। পাঁচটি তরুণী-মফস্‌সল
খোলা ছাদে খুলে দ্যায় মেধা...
সেই রাতে বজ্রবিদ্যুৎ আর রক্তে ঢেউ ডিংগা ভাসাও

এই বিশ্বাস তবু গাঢ়তর
এই বিশ্বাস তবু হৃদয়ে অবহেলা—
মেধা ও মনন অর্থাৎ ঝরে পড়া কৃষ্ণচূড়া
বাঁধানো গাছের বেদি
প্রিয়মুখ ঘাসের চুম্বণ
চ্যানেলে চ্যানেলে ঢেউ
এবং মধ্যবর্তী আকাশে আগুন...

তখন কলকাতা বত্রিশে ওড়ে কাক
হস্টেল মেসবাড়ি ক্লাশঘরে কুহকী চেতনা
অঝোর বৃষ্টির জলে স্নাতকোত্তর অনির্বাণ নৌকো
ভাসে, ভেসে যায় ...

কাঁধে রুকস্যাক, হেঁটে ফেরে ভীরু মফ্‌সসল

কেয়ার করি না

ফ্যান্টাসি! নাকি শাস্ত্রমতে
কংক্রিটপিলার আর টাইবিমে
বেঁধে দেবো রাত? ঝিঁঝির শব্দে আর
জোনাকপোকার অনুজ্জ্বল ছিটেফোঁটা আলোয়
পেছন দিকে ফিরতে ফিরতে
তুমি ক্রমশ নিঃসঙ্গ আর বেয়াড়া—
মুখে-মুখে কথা। ছোটো-বড়ো জ্ঞান
হিতাহিত সবই বাহ্যাড়ম্বর তখন;

পীরপয়গম্বরের মতো আয়েশী দিন
জুটিয়ে দিচ্ছিল ঘুম খাবার আর গান—
পাখিরা চিলেকোঠার খোপ থেকে পুরোনো বাড়ির গন্ধ আর
একটার পর একটা এসেমেস ছুঁড়ে দিচ্ছিল যেন,
রুগ্ন মহানন্দার বুক অব্দি ঠেলে আসা বালি
ঋণগ্রস্ত কবির মতো লুকিয়ে রেখেছিল মনখারাপ আর
বিস্ফোরক-ভর্তি মিনারেল ওয়াটারের বোতল...
তুমি তখন মুচকি হেসে গল্প বানাতে পারো না বলে
গদ্যের আড়ালে ছোটো ছোটো সবটাইটেল খুঁজছিলে!

রাত্রে ফোন বারণ, দিনেও—
কী করবে, তুমি, ভুবনডাঙার বোতামছেঁড়া শার্টের মালিক!

ঘন হয়ে ক্যাকটাস জন্মাচ্ছে; রুখু দেশ।
বৃষ্টিরও আকাল—ধুলোওড়া দুপুরে অপরিণত স্বর্ণলতা—
ক্রমাগত কাটাছেঁড়া ক্রমাগত কাটাকুটি
ধুস্ ... ছুঁড়ে ফেলছি পাণ্ডুলিপি ... উড়িয়ে দিচ্ছি ... হারিয়ে দিচ্ছি...
বিরুদ্ধে নাও আমাকে
বিরুদ্ধে নাও যত দহনবেলা
লাগামবিহীন ইচ্ছে-অনিচ্ছের তত্ত্বতালাশ—

পোড়ো রঙচটা দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা বাইসনশিকার
ফ্লেক্সে হোর্ডিংয়ে কিঅস্কে প্রবণতাময়...
গ্রাম আর শহর ঘিরে রাখা ডাকিনীতন্ত্রে
ওড়ে বাইক রঙবাহারি ঝান্ডা তার প্রাজ্ঞ সংখ্যাবিদ
এলোমেলো হাওয়া
শ্বাসকষ্ট
খিন্ন কীটজীবন
প্লাস্টিকের বালতি উপ্‌চানো থকথকে জেলিফিস
তমালতলায় লালনের গানের আসর
রাত বাড়ে
ধোঁয়া ওড়ে
কেয়ার করি না

সংখ্যালঘুদের জন্য

দেখিনি কি আলোজ্বলা খোপ খোপ ঘর, পাশাপাশি
পেতে রাখা বেড, বুকসেল্ফ, ভাঙা আলনা-ওয়ার্ড্রোবের
মুখোমুখি দড়িতে টাঙানো পরিত্যক্ত জিন্‌স, ছেঁড়া শার্ট বা
বার্মুডার ভিড়! দেয়ালে চারকোল ও পোস্টার কালারে
আঁকা হিজিবিজি নয়ের দশক; অথবা বেডের তলে গড়াগড়ি
ঠাণ্ডা-গরম পানীয়ের ঝুল-মাখা বোতল... রাত জেগে
কাটানো স্টাডি লিভ এবং শীতরাতে উষ্ণ চায়ের সন্ধানে
পঞ্চাননতলা পর্যন্ত কুয়াশাভ্রমণ। তবু তো নির্বিকার
জেলাগুলো বছর বছর মেধাবীদের ঠেলে দিচ্ছে ভিড়ে ঠাসা
মহানগর আর হঠাৎই জল হয়ে ঝ'রে যাওয়া গ্লেসিয়ারের
ভূমিকায় চিরন্তন কেরিয়ার অভিমুখে...

এইখানে ব'সে ব'সে মিলনের ঘোর
এইখানে রয়ে যাওয়া অনুর্বর স্মৃতিকাতরতা
এইখানে খ'সে পড়া যামিনী-বিভোর
এইখানে পূর্ণগ্রাস হিরের আংটি সূর্যসবিতা

নোনা জল, ভিজে বালি, ঝাউবন দ্যাখো
দ্যাখো দলবদ্ধ ঢেউ— কীভাবে উৎস ছেড়ে
পরিবর্তিত অথবা রূপান্তরিত ছোটে
ট্যুরিস্টের ভিড়ে বেসামাল বেপথু বেহিসাবী—
সন্ন্যাসী কাঁকড়া ঝিমোয় একা এ-গর্ত থেকে
পরবর্তী গর্তে পৌঁছোনোর স্থির অবকাশে
অথচ মেয়েরা ঠিক ঠিক সেরে নিচ্ছিল স্নান
ন্যালাখ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে সেই সোনালি সকাল

সেই রাতে খানিকটা গল্প, আবার কিছু কাহিনিধর্মিতা
মাঠ জুড়ে কনসার্ট, দ্রিমিক দ্রিমিক মাদল
ঘেমো গায়ে ঘুরে ঘুরে নাচ, পায়ের ঘুঙুরে বাঁধা
ডুংরি পাহাড়— অথবা নিছকই কবিতার চিত্রনাট্যে থেকে যাওয়া

বাসি রাত, ভোর ভোর বিষণ্ণ বমন
কচি কিশলয় থেঁকে চেটেপুটে রোদ খায়
তত্ত্ব-আক্রান্ত গুবরেপোকা
অথচ তার ঘনঘোর কালোচোখ নারীলোকটির
ঠোঁটে নবনির্মিত ফ্লাইওভারের কঠিন বাস্তবতা
ব্যোম্ তারা ব্যোম্ তারা সচেতন অতিপ্রাকৃততা
সমগ্র আঁধার ছুঁয়ে ঝেঁপে আসে দুখ-জাগানিয়া
সে-গান বৃষ্টির নির্ঝরে বয়ে যায় দিকচক্ররেখায়
খোপ খোপ হস্টেলের ঘর থেকে দলছুট হাওয়া
তবু নির্বিরোধ ক্যাম্পাসে এলোমেলো
এলোমেলো আরও কোনো শ্রাবণ সন্ধ্যায়

এখনও কি ক্লাশ হয়, এখনও কি নামেনি সন্ধ্যা?
—একা চিল শান্তস্বরে করজোড়ে জানায় বারতা
কী ভাবছো বসে বসে, পাওনি কি আমার মেসেজ?
—এক চিল অনুক্ষণ খোঁজে কোন্ মুখের আদল
এবারে রাগ নয় চলো হাঁটি ঝিল-বরাবর
—একা চিল কফি-কাপে ডোবায় উষ্ণ ঠোঁট
বি.এড. তো শেষ, এবারে স্লেটে বসবে না
—একা চিল রাতভর চেয়ে দ্যাখে জীর্ণ কড়িকাঠ
ভাবছি কটা দিন ডুয়ার্সে যাবো, নীল মেঘে জঙ্গলের ছায়া
—একা চিল মনে মনে সাজায় ক্যাম্পফায়ার, বন্ধুদের গান
সায়ন্তন প্রোপোজ করল কাল, ও সেট্‌ল্‌ড ব্যাঙ্গালোরে
—একা চিল চিত্রনাট্য লেখে হতাশার, ব্যর্থতার, হেরে যাওয়ার
ভালোই তো, বড়ো বড়ো রাস্তা বাড়ি হাইটেক্ প্রকৃতির প্রেম
—একা চিল নদী-নালা গলিপথে ছুঁতে চায় আনন্দ-বাজার
এখনও সময় আছে, বিসিএস অথবা স্কুল সার্ভিস
—একা চিল নিরালায় ছবি আঁকে বনলতা সেন
বন্ধ চা-বাগানের লোকগুলো কীভাবে বেঁচে আছে হাড্ডিসার দেহ—
—একা চিল সেই দিন আরও বেশি অতিনাটকীয়
ভাবছো কি এভাবেই বিড়ি ঠোঁটে কাটাবে জীবন
—একা চিল শাস্ত্রমতে এক্ষণে নীতিপরায়ণ
মনের মতো একটা কাজ, শহর পারে না গ্রামকে বাঁচাতে

—একা চিল দ্বন্দ্বমুখর হয়তো-বা মনে মনে রাষ্ট্রবিরোধ

না, রে এখনেও টাওয়ার পাচ্ছি না, কীভাবে
কানেক্ট করি বল্ তো— কীভাবে দুনিয়া
এসে গেল মুঠিমে— কীভাবে চকিত হরিণী
তার সুডৌল গ্রীবা পরিযায়ী-অভ্যাসে
মেলে ধরে নবাগত ট্যুরিস্টের দিকে, সারি
সারি শাল্মলী বৃক্ষদের আনাচে-কানাচে
বা পদতলে লুটোনো রোদ্দুর দীর্ঘ দুপুরে
দ্যাখে ধুলো ওড়া... আর পড়ে থাকা
পাতারা শোনে একটার পর একটা রিংটোন
তখন দূর কোনো পাহাড়ি জঙ্গল দিয়ে
খাবারের খোঁজে ছুটতে থাকে একদল হাতি
খাদ্য মানে শস্যবীজ খাদ্য মানে বাসস্থান
খাদ্য মানে নিরাপত্তা খাদ্য মানে নির্বিকার ঘুম

মথি-লিখিত ইত্যাকার সুসমাচার ধ্বস্ত পল্লিতে আনে
উৎসব-সন্ধ্যা, আয়োজনে নিবেদনে গ্রহরাজ
শনি মহারাজ— সন্তোষী মা— লোকনাথ বাবা
ইহলোক থেকে লোকেদের পরলোকগামী
ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে জানালার দুই ধারে
দুটো সিট রেখে দেয় অসংরক্ষিত—
মাতৃসদন তবু কুয়াশায় ঘোর উজ্জ্বল
ইতঃস্তত উড়ে চলা জোনাক পোকারা
এসে আত্মাহুতি দেয় নাগরিক উইণ্ডস্ক্রিনে
খোল-করতাল বেজে যায় সমতট ভূমি জুড়ে
ন্যালাখ্যাপা ভুলে যায় দিক্‌নির্ণয় ভুলে যায়
ওষুধের শিশি; মুহুর্মুহু ফ্ল্যাশগান আর
প্রশ্নের তোড়ে বেসামাল হয়ে ওঠে প্রিয় জনপদ
নবজাতকেরা ঘুম ভেঙে কেঁদে ওঠে নতুন কান্নায়
বাণ্ডিল বাণ্ডিল সাদা তুলো, ব্যাণ্ডেজ, ওষুধেব গন্ধ
ডিপ ফ্রিজে রয়ে যাওয়া বাসি মাছ
জমাট রাত্রির শেষে খুঁজে ফেরে বিশল্যকরণী

আমাদের সন্ততিরা, নবজাতকেরা উড্ডীন রঙিন
নিশানেরা প্রাণ ভ'রে অক্সিজেন নেয়
প্রাণ ভ'রে আলো নেয় রূপ রস গন্ধ নেয়
মুঠিবন্দি আমাদের প্রিয় দুনিয়ার

চেয়ে চেয়ে দেখি দিন, দেখি বৃষ্টিদিন
চেয়ে চেয়ে দেখি রাত, তারা ভরা রাত
চেয়ে চেয়ে দেখি আলো, সাদা কালো আলো
চেয়ে চেয়ে দেখি গাছ, দেখি ইচ্ছেগাছ
চেয়ে চেয়ে দেখি নদী, হাঁটু-জল নদী
চেয়ে চেয়ে দেখি মাটি, পাড়-ভাঙা মাটি
চেয়ে চেয়ে দেখি ধান, গোলা ভরা ধান
চেয়ে চেয়ে দেখি প্রাম, দেখি মহাপ্রাণ

ধরো প্রাণ, মহাপ্রাণ, এই নাও বাজারের থলে
পুরে নাও বাঁধাকপি ফুলকপি পালং মুলো সিম
টমেটো ক্যাপ্‌সিকাম পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা আদা
সিঙি মাগুর রুই পাবদা ট্যাংরা আনন্দ-বাজার
শৈশবের দুধঘুম কৈশোর-বাল্যের যত লীলাছলা
যৌবনের সিগ্রেট ঠেক্ দাম্পত্যের জমাটি সফর—
এই নাও বিগ্‌শপার গান ভরো— খ্যাপাদের
আঁকা-লেখা-ঘাম-বীর্য-রক্ত-নিকোটিন-কাশি—
বালুচরে ঠেকে যাওয়া তরী— ভবসিন্ধু মকরধ্বজ
নজরকাঠি আড়কাঠি থালাঘটিবাটি সবকিছু
পুরে নাও জগৎকারুসভায়, ঘাটে যাও, বাঁধা
একা গানের তরী, ঈশ্বরী পাটনীর চোখে
রোদচশমা, পরনে রেনকোট—
মধ্যযুগীয় কাব্যের পৃষ্ঠা থেকে ধীরে ধীরে
ঘাটে ফিরছেন দেবী অন্নদা, সন্ততিদের নিয়ে
আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে আজও আইনক্স ফোরামে

ধীরে ধীরে বৃষ্টি নামে
এক ফোঁটা দুই ফোঁটা

জল ঝরে জল ঝরে আপন খেয়ালে
দগ্ধ মাটি শান্ত হয়
ভেজা গন্ধ ভাঙাচোরা চণ্ডীদেউলে—
মুছে যায় আকাশের রঙ
মাঝে মাঝে বজ্রপাত, বিদ্যুল্লতা—
পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে সময়
এই শীর্ষবিন্দু থেকে বড়ো বেশি বৃত্তাকার প্রকৃতিজগৎ
ব্যাপ্ত শহর অ্যাশট্রেতে গেঁথে রাখা
আধ-খাওয়া সিগারেটের মতো ওলটানো
বাটির পিঠে প'ড়ে থাকে নির্বিকার—
প্রবল ধারাপাতে খুলে যায় শহরের চেক্‌নাই
শহরের ঐশ্বর্য-সর্বস্বতা

তোমাদের ওখানে এখন কেমন বৃষ্টি? — এখানে?
এখানে বিকেল হলেই মুখ বার করে মেঘ, ঘনিয়ে
আসে অন্ধকার, দূরের বাড়ির কোনো কিশোরী-হারমোনিয়াম
গেয়ে ওঠে গান, ঝরঝর ধারায় ঝরতে থাকে বৃষ্টি...
না, চার জুলাই কথা দিয়েও পারিনি যেতে,
রামমোহনপুরে ওইদিন ভারি হয়ে এসেছিল মেঘ
গ্রিলের ভেতর বন্দি থাকতে থাকতে
কী ভীষণ অপেক্ষা— টিভিতে বছর-খানেক পর
সন্তুর বাজাচ্ছিল কেউ
সন্ধের থম্ মেরে যাওয়া মেঘে যেন আঁকা
তারই মূর্চ্ছনা, যেন ওড়ে, উড়ে চলে মন—
ভোরের ফর্টিফাইভ বাস, এস. সি. মল্লিক রোড, স্কুলের
ছেলেদের সাথে পেরিয়ে যাওয়া দুটো স্টপ
পোস্টাপিসের সামনের স্পীডব্রেকারে গতি কমে এলে
লাফিয়ে নামতাম একা
ক্যাম্পাসে সবুজ ঘাসের পাশে সাজানো রাস্তায়
ছড়ানো পলাশ, দূর থেকে দেখতাম ওই সকালে
নিচু হয়ে কোঁচড়ে তুলছো সব, সবকিছু, সমস্তই
মনে পড়ে যাচ্ছে আবার, না প্লিজ, স্যুইচ অফ্
কোরো না, বহু কষ্টে পেয়েছি টাওয়ার— কেমন

আছে ঝিলপাড়, শান্ত গাছ, জল, ছায়া আর পাতারা।
এখানে ক্রমশ জমছে মেঘ, কালো হয়ে এসেছে চারিদিক,
ওই ওই বড়ো ফোঁটায় ফের নেমে এলো বৃষ্টি
দু-হাত ছড়িয়ে চলো জলে নামি
আলো-জ্বলা খোপ খোপ জাদুঘর থেকে

—একা চিল শান্তস্বরে করজোড়ে জানায় বারতা

এই তীব্র মনখারাপ কান্নাভেজা দিন
এই আমরা হাসিখুশি গ্রুপছবি অ্যালবামে রঙিন
এই আমরা লাচুংগ্রামে চারিদিকে পাহাড় উড্ডীন
এই আমরা ইয়ুম্‌থামে মনাস্ট্রিতে দু'জনা নবীন
এই আমরা রিসর্টপ্রেমী পরস্পর ভীষণ স্বাধীন
এই আমরা চিল্কা দ্বীপে বল্গা ছাড়া চকিত হরিণ
এই আমরা মধুরাত্রি সমুদ্রতীর রুম নাম্বার নাইন
এই আমরা গৃহস্থালি ফ্ল্যাট্‌বাসী আত্মীয়বিহীন
এই আমরা কবি-আড্ডায় কফি-শপে নিজেই আইন
এই আমরা নার্সিংহোমে রাত্রি জাগি প্রসবকালীন

একটা সবুজ গ্রহ ঘুরে যাচ্ছে একা অনুক্ষণ
শূন্যতার আলোহীন ভয় কখনও কি অতিক্রান্ত
হয়; কখনও সে গ্রহেও সবুজ সন্ততিরা
ডানা ঝাপ্‌টিয়ে ক্লান্ত ব'সে পড়ে নির্জন
লাইব্রেরি-রুমে; জান্তব, অসহায়? বাতাসের দামাল
অভিঘাতে এলোমেলো খোলাচুলে, ঝড়ে যায় উড়ে
যায় গো তোমার মুখের আঁচলখানি... অকস্মাৎ
ঝোড়ো রাতে দমবন্ধ অচেনা বিস্ময়
একা একা গলে যেতে দেখে মোমবাতির ওম্
বুক-ভাঙা অশ্রু চুপ দাঁড়িয়ে থাকে নিরুত্তর—
হ্যালোজেনের বাদামি আলোয়
ভিজছিল গাছগাছালি-সহ তাহাদের স্বপ্নসকল
সারারাত পাঠানো মিস্‌ড্ কল ক্ষণে ক্ষণে
আরও বেশি আকুল করে তোলে

নির্জন গলিপথে তখন রাত্রি ফেরে আপন উঠান

তখন শুধু দমচাপা ভয় এই বুঝি কিছু হয়
বাউল শোনায় রাত্রিগাথা এই শীতে অজয়
তীরে ন্যালাখ্যাপা বালি খুঁড়ে জল ছুঁয়ে—
উদ্‌ভ্রান্ত স্বজন খোঁজে নিঃসীম সংশয়ে
মনপবনের তুমুল ঢেউ ইচ্ছেনদীর বুক
তমাল তলায় খমক বাজে কারা জাগে উৎসুক
নবীন কবি রিসার্চ স্কলার শহর থেকে গ্রামে
অর্থ বোঝেন তত্ত্ব খোঁজেন বাউলে নামগানে
ক্লান্ত তুলি গভীর নেশায় রঙ ভরে শেষরাতে
এখন ঘুমোও রাতের পাগল দিকহারা আলপথে...

সকালবেলার কবিতা

সরে যাচ্ছে কুয়াশা। একটু একটু রোদ
কুচি কুচি ঝরে যাচ্ছে
চোখে। মুখে। হি হি ঠাণ্ডায়
একা একা কাঁপছে জ্বলন্ত পথবাতি।
সন্ততি নিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে মানুষ।
ধোঁয়াটে একটা অন্যরকম সকালের
মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছো তুমি...
স্বপ্নে অন্ধকারে নীল রঙে মাখা একটা
প্রকাণ্ড মাঠ, ন্যাড়া, চারিদিকে
সুচতুর ছল ... মাঝমাঠে গেঁড়ে রাখা বাঁশে
ছেঁড়াখোড়া পতাকা। নিস্তব্ধ অর্গান।

অচেনা বাইকবাহিনী খুর ঠুকছে মাঠে—
দখল। পুনর্দখল। একটা অন্যরকম সকালে
এই গ্রামদেশে
নাগরিক ভোটবাবু
—তুমিই সরকার।

বিরোধাভাস

যা দেখছি তা আসলে সকাল
সকালের রোদ পাখি ফড়িঙের স্বচ্ছ ডানা
আর সমূহের একত্রিত উৎসার...

আমরা নিরন্তর মেতে উঠি আড্ডায়
জেগে থাকি কফিকাপে আর বিষণ্ণ তরজায়
পটবদল আর সূর্যডোবার আগে
পরস্পর ঈর্ষা ও বিপন্নতার গান
জেগে থাকে তবু আশ্চর্য রাতে
শেষমেষ জারণ ও বিজারণ

আইন যতদূর নিষ্ঠুর
ততোটাই কী পরশ্রীকাতর! এসব উত্তর
আমাদের জানা অথবা অজানা থাকার ওপর
নির্ভর করে না রাষ্ট্রযন্ত্র। তবু যা দেখি
জোড়কলম গাছ, জড়াজড়ি—
দুইটি ভিন্ন প্রজাতি, অসম,
সাদা ও কালোর দুনিয়া...

তোমার জন্য

কী চাইছো! ফুঁ দিয়ে ফোলাবো
বেলুন আর হাততালি দিয়ে দিয়ে
ঘুরে ঘুরে স্মৃতির জাবর কাটবো জোকার!
এই একটান দিয়ে ফাঁকা করে দিলাম
মাথা। অ্যানিমিক মহানন্দা পেতে দিয়েছিল
দুইবুক সেইদিন। আই লাভ ইউ না বললেও
আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ঘনশ্বাস, চক্ষুপল্লব
আর স্কোয়ামাস এপিথিলিয়ামের সারাৎসার...
দুইজন বান্ধব তখন ভীষণ প্রতিযোগিতায়। কে আগে
ধরতে পারে তোমার আশ্চর্য সেই হাত
ছুঁতে পারে সার্ভিস কমিশনের সফল রোলনাম্বার;

যত্নে রেখেছি তোমার প্রথম উপহার মনোরমা
ইয়ারবুক আর কম্পিটিশন সাকসেস রিভিউ...
নেট কোয়ালিফাই স্কলারের মার্জিত আঙুল তখন
কিলবিল করছিল তোমার বোতামখোলা দুইবুকে

গড়িয়ে যায় আরও একটা দিন। মানুষের চকচকে খোলসের ভেতর ক্লিন শেভ্ড গাল, রোদ চশমা আর আফটার শেভ লোশন। তার হাত ছুঁতে চাওয়া স্পর্শবোধ উন্মুখ রাখে মন। পুরোনো রাস্তায় গলিঘুঁজি পথে ভো-কাট্টা সারাদুপুর। ব্যাপ্ত আকাশে চড়া রোদ। চড়া রোদ চলমান বাসের গভীরে। তুমি তখন ফুটপাতে। ডাঁই করে রাখা বইয়ের স্তূপের ভেতর মগ্ন, আরও দিক সচেতন। পুরোনো ঘামের নোনতা স্বাদ জিভের ভেতর তবুও শরীরী।

এই রাত। এই অন্ধকার রাত। খুঁজে খুঁজে ফিরে ঘোরা একটুকরো আশ্রয় অথবা অন্যমন। ঘর্ঘর শব্দে ফিরে যাওয়া নিশাচর ট্রাম ও তুমি। পলকে ভীষণ জান্তব সাষ্টাঙ্গাসন। কল্কে থেকে কল্কেতে আগুন। হাতবদল। এক অজানা সংশয় আর সন্দেহের কাদায় আটকে যায় ভাড়া নেওয়া ইন্ডিকার চাকা। চক্র চতুষ্টয়। 'তোমার ফ্লাইট কখন? সকালে?' স্বচ্ছ ডানা ফড়িঙেরা এসে উড়ে বসে তোমার কপালে। দাড়িতে। চুলে। মানুষের চকচকে খোলসের ভেতর ঈর্ষা বিপন্নতা প্রতিশোধস্পৃহা। রাতের আড্ডায় প্রিয়মুখে ছুঁড়ে দেওয়া গ্লাসের তরল। হাত কাঁপে। কাঁপে সমূহ অস্তিত্ব। পিক আপ ভ্যান থেকে জন্মসার্ধশতবর্ষের কোরাস। বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোমার মর্মর স্ট্যাচু। তোমার ভবন। সদন।

যদিও রানওয়ে জুড়ে শুয়ে আছে একটা দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া। আমাদের বাংলা কবিতা।

এই যা, এতদূর যা কথা হল সবই কী সংকেতবিহীন, তারও পরে আবার কী কোনো হ্রেষা বৃংহন জগঝম্প মার্সিডিজ-হর্ন? মন তো তামাককুচিতে আর অন্যের গিটারের স্টিং ছুঁয়ে ... আচ্ছন্ন সকাল পেরিয়ে কুয়াশা ... শীত শীত কলকাতা দূরের মফস্‌সল... স্টেশনেই চোখ-ওলটানো সাদা সাদা ফুলকপি সবুজ পাতা ঝুড়িভর্তি টোমাটুল শিম নধর ক্যাপসিকাম .... লোভী চোখে উন্মন ক্ষুধার্ত নাগরিক ... কাঁধের ঝোলায় এক নম্বর কাগজের তিন নম্বর সম্পাদকের লোভনীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ... পাচারের আগেই রেলপথ বরাবর ছুটে যায় লাল নুড়িপথে দূরের মফস্‌সল...

ওই যে দূরে ব্যাঙ্কের স্টল। নতুন বাড়ি আর গাড়ির হাতছানি। মাস্টার কেরানি আর হাঘরে হাভাতের ভিড়। জিরো ডাউনপেমেন্ট আর লো ইন্টারেস্ট। পাশের টেরাকোটা আর ব্যাগের দোকানে মৃদু রক্তপাত ... আবেগের ঘন শিহরণ... সদ্য কথাফোটা বালকের আঙুল ধরে গাঢ় কালোচোখ... ধুলো-ওড়া মাঠে রোদ, কমলার খোসা, ভীরু পৌষমাস। আবহে মাইক্রোফোন... টুংটাং... তারযন্ত্র... বাউলের ছেঁড়া আলপথ। ধোঁয়া ওড়ে...ছাউনি থেকে ছাউনি... হ্যান্ডিক্যাম... এন আর আই... পাইস হোটেলে শালপাতার প্লেটে ধোঁয়াওড়া ভাত...রক্তিম মাংসের ঝোল

ফকির আর বাউলের ধুলট ফিকিরি রবিমেলায়

খেলনানগর

নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ায় উদ্বোধন। বয়স্যদের স্কুল। নামি ভিআইপি। বেগানা গলিপথ। পড়ন্ত দুপুরে কাপড়ে মুড়ে দেয়া মঞ্চ মাইক আর প্লাস্টিকের লাল সাদা চেয়ার। খিলখিল হাসি আর ঢলে-পড়া ভারি ভারি কুসুমের বৃন্ত ছুঁয়ে রৌদ্র-শিহরণ। ওদিকে বালকের নিজের পৃথিবী জুড়ে শুধু ব্যাট বল আর গাড়ির খেলনানগর। পাড়ার উচ্চতম বাড়িটির ছায়া দীর্ঘ হয়ে এলে রিক্সোর হর্ণ, প্যাডেলের ক্যাঁচকোঁচ বৃক্ষহীন দ্বিপ্রাহরিক নৈঃশব্দ্যে উড়িয়ে দেয় পুরোনো চিঠি...ময়শ্চারাইজার .... গাঢ় কালোচোখ...

ঘনিয়ে এলে আকাশ মুখোমুখি বৃষ্টির পতন গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে যায় মুখে-চুলে-ভূপল্লবে। মঞ্চের মাইকে তখন মেঘ। অন্ধকার। ফাংগাসে সেঁটে থাকা অ্যালবাম থেকে বালকের খেলনানগর চিরায়ত সেই শোকে আলো খোঁজে...আলো খোঁজে নারীপুরুষ... মেল ফিমেল আহত চঞ্চু পক্ষীডানায়

মানুষ আর ভগবান

তুমি অতএব একলা পুকুরপাড়ে। ওগো কাকচক্ষুজল! ওগো অশান্ত তরঙ্গমালা! এই নির্বিকার কুটিরশিল্প এই মাত্রাবোধবিহীন সিগারেটসকল আড়ষ্ট করে রাখে সারা দুপুর। ঝোলায় পকেটে মানিব্যাগে টুকরোটাকরা বিস্ফোরক, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সিগারেট আর বাংলা কবিতা। এই হস্তচালিত অশান্ত তরঙ্গমালা দ্রুত সরিয়ে দেয় কলোনির ভিড়। রোলের দোকানের ঘ্রাণ। মানুষ কত নিশ্চিন্ত। পাশের নারীলোকটিকে নিয়ে ছানাপোনাদের নিয়ে রাস্তা পেরোয়। বিগবাজার... ঝলমলে মল...এস্‌কালেটর। প্রবল শীতে পুরোনো গুহায় উষ্ণতার খোঁজ করো তুমি। খোঁজ করো একটা নিরুপদ্রব আস্ত সকালের। ঘুম ভেঙেই পড়ে থাকা দৈনিকে রক্তের দাগ...নিউজ চ্যানেলে ভাঙচুর আর খুনোখুনিতে মত্ত একটা দেশ... একটা রাজ্য... স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংসদে এ কিসের নির্বাচন...কাদের নির্বাচিত করছো তোমরা ... এত তুচ্ছ মানুষের জীবন...এত তুচ্ছ সন্তানসন্ততি... চাষের জমি...বন্ধ কারখানা...

অথচ তুমি খুঁজেছো নীলাকাশ...দুপুরের রোদে উন্মত্ত সর্ষের ক্ষেত...বাঁকানো খেজুর গাছে লাগানো মাটির হাঁড়ি...গলগল করে জল উপচানো মাঠের মেশিন...ভরা খেত...এবরো-খেবরো মাটি আর ছুটন্ত প্রজাপতি। হ্যান্ডেলে দুই হাত প্যান্ডেলে শক্ত পা। তুমি ছুটছো হাওয়ায় ভর করে। রাস্তার গাছেরা, ফুটপাতেরা, রেলিঙের ওপারের ঘুমন্ত দোকানেরা ছুঁতে পারছে না তোমাকে। গ্রাম পেরিয়ে শহর তোমার সাইকেল এসে থামে একলা পুকুরপাড়ে।

ওগো ছায়াসুনিবিড় কাকচক্ষুজল! ওগো মাঠে পড়ে-থাকা প্রাণময় শস্যফলন! এই তুমি হেঁসো হাতে ছুটে যাও আদিগন্ত সোনালিমাঠে। ঝোপের আড়ালে মানুষের মুখ, ঘাতকের মুখোশ। এক দুই তিন চার... হাতে দড়ি পায়ে দড়ি বাঁশে ঝুলে চলেছ এই সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ভগবান। থ্যাৎলানো ঠোঁটের কষে শুকনো রক্ত, নীলমাছি...

যুক্তি, তর্ক

একবার এসো। ফিরে এসো এই নীপবীথিবিহীন অচেনা জনপদে। দিকচক্রবালে। সরু রেলপথ ধরে পাহাড়িয়া শহর নগর আর সমুদ্রসৈকতে। মুণ্ডিতমস্তকে কুশের বিছানায় প্রভাত গড়িয়ে রাত্রি। হে পিতামহ, হে নিরাপদ নিশ্চিন্ত নক্ষত্রমালা, শুনতে পাচ্ছো! শুনতে পাচ্ছো আমাদের বধিরতা, আমাদের প্রকাশের বেদনা! সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর নীরব সম্ভ্রম সুর তোলে ভায়োলিনে। অনেকটা সেই বোবার কালাকে গান শোনানোর গল্পের মতো। আর সমঝদারের মতো ঝটিতি মাথা-নাড়া আমরা সবাই এই প্রজননশীল রাত্রির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুম্বন করি। সারারাত সৈন্যবাহিনী টহল দেয় এই গণতান্ত্রিক জলসায়। আলোহীন আদিবাসীগ্রাম। শ্বাসরুদ্ধ চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যের খোঁজে উন্মুখ ওবিভ্যান আর তার বাগানো ক্যামেরা। সেই ক্যামেরার লেন্সে কী অলীক ঋত্বিক ঘটক ঢেলে দেন মদ! কেন তবে ঠোঁটের জ্বলন্ত সিগারেট, গায়কের উর্দি আর সৈনিকের গান প্রলোভনের নানান রেখায় ক্রমাগত প্রপঞ্চমান! হে নিরাপদ নিশ্চিন্ত নক্ষত্রমালা, লক্ষ্য করো দিগন্তে অন্ধকার...কম্পমান ধোঁয়া আর পরিব্যাপ্ত শ্বাসকষ্টের মধ্যে থেকে জ্বলে উঠছে একটুকরো আগুন। আমাদের জীবনের গান...

কাটি পত্‌ঙ্গ

বেপাড়ার গলি থেকে ছিটকে বেরোচ্ছি, পেছনে
মাথার অন্ধকার আকাশে বিস্ফারিত শ্বেতকণিকার
মতো তুবড়ি ফাটছে। তোমরা খিল এঁটে
বাস্তুতন্ত্র আলোচনা করছো, আলোচনা করছো শেয়ার
আর তার বাজার নিয়ে, ওঠা-পড়া নিয়ে, সূচক-বিন্দু
নিয়ে—বাতাসের ভেতর দিয়ে ডুবসাঁতার—
একমাত্র খোলা জানালায় এত রাতে সেই মুখ সেই চোখ—
অরুণিমা সান্যাল বা বনলতা সেনদের মুখ
এরকম হতে পারে না; খড়খড়ি তুলে বায়নোকুলার
সত্যজিতের চারুলতাও সেলুলয়েডে ভীষণ স্নিগ্ধ—
এই মুখ আনা ফ্রাঙ্ক বা হেলেন কেলারেরও নয়—
শ্রীদেবী মাধুরী দীক্ষিত বা বিপাশা বাসুরও নয় এই মুখ—
বাংলার রণ-রক্ত-সফলতামাখা এই মুখ আমরা কবেই
ভুলতে চেয়ে আজ ভুঁড়িওলা বাঙালির বার্মুডা-পরা পুরীর সৈকত
আর মাঝবয়েসি ক্যাম্পফায়ার, দু'এক টুকরো ডিলান, পিট
সীগার, সলিল চৌধুরী, গণসংগীত, সুমন, মহীনের ঘোড়াগুলি, আর নেশা
বেড়ে গেলে কিশোরকুমার, রাজেশ খান্না, কাটি পত্‌ঙ্গ—
বেপাড়ার গলি থেকে ছিটকে বেরোচ্ছি, পেছনে মাথার অন্ধকার আকাশে
বিস্ফারিত শ্বেতকণিকার মতো তুবড়ি ফাটছে...

অপর-নির্মাণ

একা স্বপ্নের ঘোরের মতো রাতজাগা-ক্লান্তি নিয়ে
বড়োলোকদের বাড়ির মতো দরজায়
তুমি দাঁড়িয়ে। এ মঞ্চ গড়ে নিয়েছো কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য
পরিবারকে দেবে আর হয়তো লোককে দেখাবে বলে। আগুনের
হোম প্রতিবিম্ব হয়ে ঝলসে উঠছিলো
সদ্য সিঁদুর মাখানো তোমার পরিবারের কপালে!
আর স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজতে গিয়ে বড়োলোক সাজতে গিয়ে
তোমার সমস্ত উপার্জন ঢুকে যাচ্ছিল
ইঁদুরের গর্তে। নিঃসঙ্গ বিছানায় পুরোনো
শ্যাওলাধরা মন্দিরের চূড়োর মতো বুকের
মেয়েদের ছবি খোলা পড়ে থাকে। মাথা ঠিক
রাখতে পারে না। কে কোথায় কোন্ মন্ত্রীত্ব
পেলো বা না পেলো এ আলোচনায় বা যাদের
চাকরি করে খেতে হয় তাদের বেতন আর নতুন পে-কমিশনের
প্রাপ্তির উচ্ছ্বাসেও তুমি উৎসাহ দেখাতে
পারো না। বন্ধুর বিয়ের চিঠি খামের কোণে
হলুদ ছোপ তোমার দেরাজে বন্দি থাকে। নার্সিহোমের
করিডোর জুড়ে নবজাতকের কান্নার রোল...মায়ের
চোখ...ক্লান্ত মুখ কী জানতে পারে
তার শরীরের অপর-নির্মাণ, তুমি, কী ভীষণ নিঃসঙ্গ
কাঁপছো শীতের কুয়াশার বা প্রবল বৃষ্টিতে...

প্রেমিক

নদী বললো, ইস্! গাঢ়রঙ জলপাইগাছেরা তখন
নীরব বিচ্ছিন্নতা বোধে নুড়িপাত্র ধরে সারিবদ্ধ
এক্সকার্সনে; তীক্ষ্ণচোখ নারীলোকটির তিরতির স্রোত
অভিমুখে পা ডুবিয়ে জল ছুঁয়ে চলা দেখে
ভীষণ তাত্ত্বিক দাড়িগোঁফ পুরুলেন্স আমাদের
অবিরল প্রতিযোগিতা : ফোন টাওয়ার এসেমেস ব্লুটুথ সব বন্ধ
এই খেলায় নদী শুধু তুমি প্রবহমান
ব্যাকস্টেজে সাদা সাদা ছোটো ছোটো জলভরা মেঘ আর
ঝাউয়ের জঙ্গল; প্রবল বাতাসে তার লম্বা ঘনচুল
ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকের নাকচোখমুখ—নদী বললো, যাঃ!
গোলাপায়রারা অমনি বকবকম : টিভিস্ক্রিন থেকে
উড়ে এসে তুমি আদিম ঔদ্ধত্যে জীবনে আরও একবার
পেটের দুইদিকে মাটি-বমি করা কেন্নোর মতো
ক্লান্তিহীন লাল নীল আলো আর ধোঁয়া ওড়া স্টেজের
মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে। তখন কনসার্ট। বাজনার
তালে তালে ঘুরে যাচ্ছে আলো। দু'কানে হাত চাপা দিয়ে
চোখ বন্ধ বসে পড়ি। আবার উঠে দাঁড়াই। গাছ আর
নদীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গান গিটার আর
ক্যানবিয়রের খোলে বাজাবো বলেই তো কবিতাজীবন—
দেবি, পুরুষানুক্রমিক এই দ্যাখো আমরাই এখনও প্রেমিক!

নদী এবার নিশ্চুপ।।

প্রথমত

রাত্রির অন্ধকার দেখছো
দেখছো মেঘেদের ঝিলিক গর্জন লোডশেডিং...
দূর থেকে এলোমেলো ফোন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র
বৈধ অবৈধের মাপকাঠি অথবা গর্ভপাত
এবং রেফারেল কার্ড, ভিড়ে ঠাসা আউটডোর
আশ্চর্য জাদুদন্ডে স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত সবই—
অথচ ঝেঁকে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে পুকুরপাড়ে
মাছচাষ অথবা অলীক বাগান ফিজিসিয়ান স্যাম্পেলদের
সঙ্গে বিষণ্ণ দেরাজে ধুলিধূসর...

তুমি কব্জা করতে চাইছো দশমহাবিদ্যা
ফিরতে চাইছো পুরোনো আড্ডায়
অনুগত ট্রামপথে, বই আর গানের বাহারে
সকলেরই মঞ্চ চাই এই অভিজ্ঞানে
লোকাল থানার আইসিএস পার্টির এলসিএস অথবা
তরুণ কোয়াক ডাক্তারের কাছে তুমি
পটু যুক্তিবাদী লোকনাথভক্ত অর্থনীতিবিদ
সংস্কৃতিবান বিপ্লবপন্থী ও শাসকদল

অথচ সমস্ত বৈপরীত্যই কলকাকলিময় দুপরে দীর্ঘদগ্ধদিনে
তোমাকে স্বতন্ত্র রেখেছে। স্বতন্ত্র রেখেছে কাচতোলা গাড়িতে
চিল্‌ড বিয়র...কাচপোকাটিপ...সবই ঢুকতে চায় মেনস্ট্রিমে
এসবই দক্ষতা আর হাইপ্রোফাইল...
হে সৌখিন, এভাবেই প্রথমত তোমাকে আঁকলাম

সে ও আমি

মাঝে-মধ্যে সে আসে। ফিরে দেখে আবার—
ইশারায় রিকশোঅলাদের ডেকে
ফিরে চলে যায়। প্যাডেলে চাপ—
ঘুরে চলে রবারের চাকা রাস্তা ছুঁয়ে দগ্ধ পিচ...
গাছে গাছে ফেস্টুন টাঙানো,
ঝুলে থাকা ধ্বস্ত চোয়াল। কাঁপতে কাঁপতে
রিকশো চলে যায়। আড়ালে চলে যায় ফেস্টুন ব্যানার
আর ঘাতকের চিঠি...

মাঝে-মাঝে একা একা ছাদে
দূর অন্ধকারে মাথার ওপর চক্রাকারে
ঘুরে চলে যায় সে। মিটমিটে
লাল-নীল আলোর বিন্দুতে।
ফোন আসে তার। ব্যস্তসমস্ত আমি হ্যাঁ-হ্যাঁ করি।
কোথায় যেন তার ক্ষোভ, রাগ—
হয়তো-বা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার প্রস্তুতি।

আমি ফিরি খাতায়। সাদা পৃষ্ঠায়।
অক্ষরনির্মিত অ্যালবামে। লোভী
বিড়ালের মতো চোখ বুজে
কল্পনা করি ফরসা ত্বক হাততালি
আর সফলতার হাজারো স্ট্রিটলাইট...

মাঝে-মধ্যে ফিরে আসে সে। ফিরে ফিরে দেখে
জলাশয় দালানবাড়ি গাছে গাছে ফেস্টুন আর
পাখিদের কিচিরমিচির ঘাতকের গান—
আমি দেখি। ফিরে দেখে সে।
আবার ইশারায় রিক্‌শোঅলাদের ডেকে
ফিরে চলে যায়

মধ্যবর্তী দিনসময়

আর রক্তাক্ত বিধ্বস্ত আমাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে অলীক বাইক
একটার পর একটা গিয়র পালটে যাচ্ছে
আমি উড়ছি
আমি উড়ে যাচ্ছি এক ভয়ঙ্কর ধুলোঝড়ের দিকে
যার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদম্য আশা
নদীতীর থেকে তোমাকে ডেকে নিল সেই অলৌকিক বিকেলে
তুমি ফিরে এলে, আমিও একাকী
ক্ষতমুখে প্রবল জ্বালা
ডেটল পাউডার আর আরও কত কিছু সেই ক্ষতমুখে
আমি তখন এক স্বপ্নের ভেতর থেকে আরেক স্বপ্নে
গলে যাওয়া মোমআলো, নৈঃশব্দ্য আর বুকফাটা হাহাকারে

অথচ তখন দোমড়ানো তোবড়ানো সেই দ্বিচক্রযানে কী অদ্ভুত
ঘুরপাক খাচ্ছে অচেনা এক পাগলির লাল সায়া...তখন বিকেল

ক্যাম্ফফায়ার

শরীরে মাতৃচিহ্ন স্পষ্ট হতেই ধীরে ধীরে নামে চাঁদ... দিগন্তের ঢালে...
অর্ধেক আকাশে জোনাকিখচিত রাত আর ভারি মেঘ
প্রান্তিক শহরে তখন রোশনাই
সান্ধ্যকালীন বেয়াড়া খুশবুর চিকেন চাউমিন—
আড্ডারা টালমাটাল। গোলমেলে স্রোত ফেরে বান্ধবসমীপে।
ড্রয়িংরুম থেকে ভেসে আসে টেলিছবির অনিবার্য রশ্মিসকল
অ্যালবামে তখনও ধূসর অন্ধকার
পাখিরা উন্মুখ
অন্ধকার ছাদে শুকোচ্ছে অব্যবহৃত প্রত্যঙ্গসকল

দিঘিজল

মেঝেতে ছড়ানো ভাত ভাঙা সিডি ক্যাসেটের ফিতে
চকে আঁকা দিঘিজল পাখি ফুল ব্যাঘ্রমশাই
এই চেনা প্রকৃতিই শিশুটির প্রিয় বিনোদন
রোদ ঢোকে ঘরে, আমি ঢুকি, দক্ষিণায়ন

চারকোনো ফ্ল্যাট হাসে, হেসে ওঠে শহরের কোণে

কৃৎকৌশল

ক্রমে ক্রমে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কী
সব রথ চক্র ব্যূহ তীরন্দাজ!
তর্কচূড়ামণির যতো কৃৎকৌশল,
বিলুপ্ত রাজধানীতে পরিত্যক্ত দুর্গদেয়ালে
লেপটে থাকা চাঁদ!

ধূ ধূ বালিয়াড়ির ওপর যন্ত্রণায় মুখ গুঁজে নগ্নরাত
ব্যর্থ আশ্লেষে পুনর্বার যুদ্ধযাত্রা করে।

স্বপ্নেরা কবেই তো তুলিতে রং ভরে গাণ্ডুদের
ধ্বজভঙ্গ অর্শ একশিরার নিদান খুঁজেছে!
মশারির বাইরে তখন সীমাহীন প্রতিশ্রুতি
সীমাহীন পূর্ণতার খোঁজ...

পতঙ্গদের নির্বিকার কৃত্যাদিসকল
তাদেরও ফিরিয়ে দেয়
গুহ্যমন্ত্র গুপ্ত গুহাসাজ...

চারণ

একটি আঁচড়মাত্র সাদা পৃষ্ঠা মুখরিত প্রাণ

না-লেখা প্রেমের কথা, পয়লা বৈশাখ—

দাম্পত্যশুভেচ্ছা থেকে ঘোরতর কলেজদুপুর

ক্যান্টিনে ক্যান্টিনে ফেরে রঙবাহারি নতুন ক্যাসেট;

বাংলাগানের শেষে এক বগ্‌গা লিটল ম্যাগাজিন
দারুণ দগ্ধদিনে পেপসি-কোকাকোলায়
পুনরায় মুক্তি খোঁজে আধ-খাওয়া হ্যামবার্গার

পৃথিবীতে শেষ কয়েকটা বছর

এইখানে অসহিষ্ণু
এইখানে সহিষ্ণু হৃদয়ের ছায়া

ত্রস্ত নদী নিঃসঙ্গ গাছ আর অনাবৃত মৃত্তিকা
তোমাদের উৎসাহে আরও ক্লান্ত হয়ে গেলে
কোথায় খুঁজবে তুমি দাঁড়ানোর জায়গা
ঋতুপূর্ণ বারোমাস বুকভর্তি হাওয়া নধর প্রাণিকুল

জয়পতাকা ওড়াও। ওড়াও নিশান।
এণ্ডি-গেণ্ডি কিলবিলে স্রোত
ক্রমশ পেশির আস্ফালনে আর দুর্গনির্মাণে মোহাচ্ছন্ন;
একটার সঙ্গে ফ্রি আরেকটা
এরকমই ক্যাম্পেন রোজ
রোদটুপি কালোচশমা আর ছাতার তলায়
আমাদের বিক্রি-আয়োজন
—ভোর, সূর্যোদয় আর ঘাসের শিশির।।

স্মৃতির নদীতে

এই অন্ধকার থেকে
এই কুয়াশামাখা ভোর থেকে
এই মন্দ্রমন্ত্র-স্তোত্রপাঠ থেকে
এই স্মৃতির তর্পণ
শৈশব-কৈশোরের শিউলিসকাল থেকে
এই ঘোর লেগে যাওয়া অবকাশ
শারদসংখ্যার ভীষণ মনখারাপ থেকে
তুমি যা ছুঁয়ে থাকো
নিয়মভাঙার এইসব খেলায়
সমস্ত কিছুই স্মৃতির নদীতে

নদীজলে ভেসে থাকা তোমার মুখ, আভরণ আর
পুজো-উপচারের বিপ্রতীপে
প্রবল বাজতে থাকে বিসর্জনের ঢাক
বিষণ্ণ, আবহমান

ভোর

অসফল, তবু এই সব খসড়া এখনও ইঙ্গিতময়—
পবিত্র অসুখ থেকে অপবিত্র ঘুম
স্বপ্নের অছিলায় কালিঝুলি-মাখা রোগাগলি থেকে
নির্বিকার ঘামে-ভেজা বালিশ সরিয়ে
পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় পরিত্যক্ত দিনে;

রোদ অথবা টবে-রাখা ছাদের সূর্যমুখী
ভীষণ স্পর্শকাতর :
অযথা বালকবেলায় লাটাইসুতো জড়িয়ে গেলে
ঠোঁটকাটা-শীতে বোরোলীন নামের
নিঃসঙ্গ অ্যান্টিসেপটিক সফলতার হাসি হেসে
কামনা করতো সেইচোখ
অতল, কাজলচর্চিত ...

শুয়োপোকাদেরও রোঁয়া গজায়—
তাহাদেরও, যাহাদের রাত্রি নিস্পন্দ নিরপরাধ নয়।
সাদা ক্যানভাসে চারকোলের রুক্ষ আঁচড়
ভোটতলায় গেঁড়ে রাখে বজ্রবিদ্যুৎ;
আর এইসব ইঙ্গিতময় খসড়া
চারভাঁজ হয়ে ক্রেডিটকার্ডের সঙ্গে সটান
ঢুকে যেতে চায় সেই লোলগর্ভে—
মুদ্রাবৃষ্টির গন্ধ শুঁকে ফুটপাতে ভোর দ্যাখে
বনেদী পাগল।।

বনলতা, প্রিয়তমাসু

দূরে কী মেসবাড়ি, চিলেকোঠার ভাড়াটে কামরা, ক্ষয়াটে শহর!

ছাদের বিষণ্ণ আলসেয় অলস কাকেদের ওড়াউড়ি...নিচে, দুপুরের রোদে
কিলবিল ট্রামপথ; এবড়ো-খেবড়ো পিচ, ঝোলা কাঁধে
বইপাড়ামুখী দ্রুতগামী পড়ুয়ার দল...

এই অলস রোদ-ভরা ছাদে পাইস-রেস্তোরাঁর ভাত
নেবানো চুরুট আর কবিতার খাতা—
সকালে হঠাৎ মুখোমুখি মেয়েটির বোনের। আত্মজার হাত ধরে
রাস্তা পেরোচ্ছি...অবাক দুইচোখে
নাটোরের সেইসব পাখিদের নীড়!

এক গন্তব্যে বেরোলেও সব পাখি শেষ পর্যন্ত ঘরে ফেরে না
কুয়াশার ঘন আড়ালে স্থির হয়ে যায় কোনো কোনো নদী
অনিশ্চিত জীবিকা-যন্ত্রণায় কেউ কেউ ঘোরে এ শহর ও শহর
ভাড়াটে ঘরের কার্নিশে ম্লান ছায়া মরা-জ্যোৎস্নার...

অথচ মর্গের দম-চাপা বাসি গন্ধ কাঠের ট্রে-তে শুইয়ে রাখে অসুখী দাম্পত্য
সারাদিন সোনালি আকাশে চক্রাকারে ঘোরে নির্বিকার চিল
ধূসর অ্যালবামে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয় কলোনির ভাঙা চাঁদ
এই ঘুমে ভাড়াটে ঘরের ভেতর হাওয়া আরও ঘন হয়ে এলে
বিপন্ন বিস্ময়ে বাকি থেকে যায় কিছু লেন-দেন
জীবনের নাগরিক সমুদ্র সফেন—

সেই ছায়াপিণ্ড একা জেগে থাকেন রাত থেকে ভোর
আপন মুদ্রাদোষই কবিকে ছায়াপিণ্ডের থেকে
আলাদা করে দেয় নিরন্তর
অর্থ চাই কীর্তি চাই স্বচ্ছলতা চাই...এই বোধ এতদিনে
মাথার ভেতর
জন্ম নেয় সুপরামর্শ হয়ে; ধানসিড়ি নদী পেরিয়ে
কাশবন নতুন শহর!

ভাড়াটে কামরা নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সহসা ডুবে যায়...
সেদিনের বনলতা সেন হাতে তুলে নেয় ডায়েরির পাতা, ল্যাপটপ
তার ফোন বেজে যায়... ঘন ঘন... মিসড্ কল...
কে ডাকে আটবছর পর এতো রাতে, বনলতা সহসা চঞ্চল
মোবাইলের উজ্জ্বল স্ক্রিনে ফুটে ওঠে দুইটি দগ্ধ লাইন
'জীবনানন্দ কলিং'—ফেব্রুয়ারির মরা জ্যোৎস্নায়
সহসা ঝলসে ওঠে অক্টোবরে-রক্তাক্ত ট্রামের লাইন

খোলামকুচি

আর একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে তোমরা। আমেরিকা সংকেত দিলেই বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত আমার মতো আরেকটা রাজীব, তোমার মতো আরেকটা অসীম, ক্লিন্টনের মতো আরেকটা ক্লিন্টন, ওবামার মতো আরেকটা ওবামার জন্ম দিতে। বাতাসের স্রোতোধারার ইথার জুড়ে ভেসে চলেছে লক্ষ লক্ষ জিনপ্রযুক্তি, নষ্ট ভাইরাস আর প্রেমিকের ব্যর্থ চিঠির টুকরো। লম্বা হাইরাইজের মাথার ওপর দোত্‌রা বাজিয়ে রিনরিন জমিয়ে তুলেছি ক্যাম্পফায়ার। আগুনের সেঁক বুকে নিয়ে গুহামুখে লুকোতে চলেছে আরও এক ধ্বস্ত-প্রজন্ম। রাজনীতি = বিজ্ঞান = প্রযুক্তিবাদ = চর্যাগীতি। এক ধূসর গ্রহের পেটের ভেতর থেকে উঠে আসছে অসংখ্য নিরন্ন কঙ্কাল। শিয়রে তাদের ঘুমন্ত চে গুয়েভারা, কমরেড লেনিন, মাওয়ের লালবই, মার্ক্স সাহেবের অর্থনীতিচিন্তা আর ষোড়শকলার কাম-উপচার। অথচ নুড়িবিছানো খোলা লাল রাস্তায় একা একা হাঁটছেন লালন। আর তাঁর সাধের একতারা। নীল জিন্স তার টিশার্টের পকেট থেকে হাতড়ে বের করে নেতিয়ে যাওয়া দেশলাই। ঘন অন্ধকারের গভীর থেকে ভেসে আসা চাঁদের কুয়াশায়, আমেরিকা, হে আমেরিকা মহাশয়, কেন শুতে চাইছেন আমাদের হতদরিদ্র বিছানায়! নাক গলিয়ে দেখুন না এই তামাসায়। আমাদের দাম্পত্যের নিরন্তর ঝগড়ায় মিছিমিছি অস্ত্র কিনে সাজিয়ে রাখি আমরা যুদ্ধের অছিলায়। নষ্ট ভাইরাসে ছেয়ে যাওয়া সীমান্ত জুড়ে পাঞ্জা লড়ে মুখোমুখি মুখিয়ে আছে, দ্যাখো, পাকিস্তান হিন্দুস্তান।।

অঘোরপন্থা

নিশ্চিন্ত, তবু কী গেরস্থালি কিছু
অপূর্ণ রয়ে গেল! অগোছালো রোগা নদী
ফুলে ফেঁপে চটুল নাগিনী;
এই সন্ধ্যা খরস্রোত
এই রাত্রি নূপুর-নিক্কন—
অঝোর প্রপাতে ঝরে
টেবিল, র‍্যাক বইয়ের ব্যাদিত সম্ভার!

জঙ্গলে রুকস্যাক ঠোঁটে ঠোঁটে আহৃত তামাক
আলাভোলা সফরের রোদ, মেঘ, অন্ধকার
বাতিল রুটম্যাপে খোঁজে বাষ্পচালিত মেলট্রেন
ওদিকে নিয়তিতাড়িত সমতলে নামে আলোছায়া
—স্মরণে উজ্জ্বল। বর্ণময় হাজার স্কোয়ার ফুট
প্রযত্নে ভাতঘুম, উইলস ফিল্‌টার

দেখি, দিঘি, পূর্ণ, টলটলে বিষ—
আকঙ্ক্ষার শীর্ষবিন্দু খোঁজে
দুধসাদা কলার ভেলা, কাশবন, না-লেখা পৃষ্ঠা
সদ্যস্নাত ফুল্লকুসুমে মত্ত নীল ডিওডোরান্ট

হিমায়িত কাটামাছ কড়াইয়ের মাঝতেলে সহসা লাফায়
বাঁধানো ড্রয়িং জুড়ে জোড়া-জোড়া শঙ্খলাগা সাপ
গেরস্থালি দিলখুশ, অতঃপর মগ্নদন্তে চিবোয় তাম্বুল।।

রোলমডেল

এক দশকেরও বেশি জমানো দাড়ি
ঢেকে রেখেছে গাল, খানিকটা কবিকবি
অথবা ভাবুক কবিতামনস্কদের মতো...
রেললাইনের পাশের চিরকালীন ছেঁড়াখোড়া ঝুপড়িজীবন
ও অন্য সমস্ত কিছুর দায় পলিটিকাল পার্টিগুলো
নিতে চাইলেও এখনও ঝান্ডা গেঁড়ে
দেয়নি বলেই কতো সহজেই তুমি উপেক্ষা করো ভাঙা চাঁদ
মনোরোগ অটোর লাইন টিকিয়া-কাবাব এবং
খাড়াইয়ের পাশের রডোডেনড্রনগুচ্ছ

নিষ্কলঙ্ক শামুকের মতো কঠিন গাম্ভীর্য থেকে
খসে পড়েছিল তার নরম দুইবুক সেইদিন
তোমার দাড়িভর্তি মুখে
উষ্ণ অথচ ধাতব সেই স্পর্শ তোমাকে সেই মায়াবিদুপুরে
ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দশ বছর আগে
জেলাশহরের এক লাইব্রেরি-রুমে, দোতলায়;
ইউরিপিদিস সোফোক্লেস আর অ্যারিস্টটলের ক্লাশনোটের ওপারে
সেই গভীর খাঁড়ি; শামুকের কঠিন কোটরে
লুকনো কোমল, গান্ধার

ঘামে ভিজে যাচ্ছে তোমার কবির খোলস, বুকের পাঞ্জাবি
উড়ালপুলের নিচে তখন ঝোড়ো হাওয়া
হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে তোমার
এক দশকেরও বেশি পুরোনো দাড়ি

ওদিকে অন্যের কবিতাভর্তি খামেদের বন্দিদশা—
তোমার মনোনয়নের অপেক্ষায়
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে টেবিলের 'পরে।
আবারও একক অভিনয়। মঞ্চে তুমি একা।
নীল স্পটলাইটে কী দারুণ রবিঠাকুর রবিঠাকুর
ভঙ্গি তোমার ...

তুমি দেখছো অথচ কিছুই লিখছ না
তুমি দেখছো অথচ কিছুই বলছ না
তুমি লিখছ অথচ কিছুই প্রকাশ করছ না
টুবাইদের সোনাইদের বাবাইদের পাড়ায় পাড়ায়
গ্রামে গঞ্জে উৎকণ্ঠিত চাকরি না-পাওয়া
প্রেমে দাগা-খাওয়া
বগলে কবিতার খাতা
গালভর্তি তোমারই মতো দাড়ি
পুরোনো রঙচটা সাইকেল, ছোটোবেলার রোগা নদী
সীমান্তে কাঁটাতার বিএসএফ
আর বিস্তীর্ণ মাঠে সকাল গড়িয়ে দুপুর
ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে না...

অথচ রোলমডেল তুমিই! জিনসের প্যান্ট হলুদ পাঞ্জাবি—
গালভর্তি একদশকেরও বেশি জমানো দাড়ি
খানিকটা কবিকবি অথবা
ভাবুক কবিতামনস্কদের মতো...

সে ও কলকাতা

প্রকৃতি আছে। আছে মনখারাপ, প্রেম।
চলনসই রাজনীতিও আছে যা
যুগোপযোগী। তাত্ত্বিক। স্মার্টনেস নাগরিক—
বারুইপুর থেকে বরানগর পেট-উল্টোনো
ভুষিমাখা কড়াইয়ের মতো জাজ্বল্যমান। রেললাইনের
দু'ধারের মাসিপিসি বনগাঁবাসী ঝুপড়ির
ছেঁড়া পলিথিন বিছানো মাদুর চট
প্রত্যন্ত মফস্‌সল জঙ্গলমহল পঞ্চানন্দপুর নদীর ভাঙন
স্বতঃস্ফূর্ত তার ক্যানভাসে—
হাড্‌ডিসার বালকের ফোলা পেটের মতো ঘোলাটে আকাশ
রাতশেষের ট্যাক্সি
আর এস্‌কালেটরে ঘুরে ঘুরে ওঠা দক্ষিণীমল বা
মিনারে চড়তে না-পারার আক্ষেপ
ব্যর্থ মনোরথ
শেষ পর্যন্ত জাগতে দেয়নি রাত;
বাথরুমে খলবল জল
মরা চোখে চিৎশুয়ে সিলিঙের ঘূর্ণয়মান ফ্যান
প্রতীক্ষার গ্রীণকার্ড
ঠেলে ঠেলে এ-জীবন ফড়িং বা দোয়েলের আকাঙ্ক্ষায়
যাপনের নিষ্কলুষ সৌন্দর্য্য-স্পর্ধায় রাত জাগে

অনুগত কলকাতা...

শেষ ধারাপাত

তুই কী পেরেছিলি, একা, ওরা চারজন
যখন নগ্নঠোঁট দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটে
চুমু খেতে বলে, যখন আয়নার মুখোমুখি ন্যাংটো
হয়ে তোকে ক্রমাগত বাধ্য করে নাচতে ছোট্টো টেপের
সশব্দ মিউজিকে... তোর ধ্বস্ত রক্তাক্ত মুখ...
চোখের পাশে কালশিটে... তোষকের তলাতেও আয়নার
ভাঙা কাচ... ওরা কি তোরই বন্ধু, সমবয়সী,
সহপাঠী? আড্ডার টেবিলে ঠোঁটে সিগারেট
আগুন জ্বালাতে গিয়ে কাঁপতে থাকে তোর
অপমানিত ফোলা ঠোঁট
লোকালট্রেন, কেরোসিনবোতল, আমিও কী সেই
দূর জেলা থেকে তোর পিছু পিছু মহাকরণ!

কারা যেন অন্ধকার কারা যেন নগ্নপিঠ
ধাক্কা দেয় কারা যেন সহপাঠী কারা তোর
মেসবাড়ির নিঃসঙ্গ দেওয়াল আর সেই মহার্ঘ একশোটা টাকা
চোর অপবাদ পাক খায় মাথার ভেতর
অতলছোঁয়া মনখারাপের ধূসর দুপুর
ভিজিয়ে দেয় মাথাহাতপাবুক দাহ্য তরলে
অথচ একাগ্র মনোকামনা সত্ত্বেও
দেশলাই জ্বলে না জ্বলে ওঠে না লাইটারও

কিসের প্রতীক্ষায় তবে মেধাবীরা এখনও মেসবাড়ি
বা হস্টেল অভিমুখী! ফোলা ঠোঁট, কালশিটে আর
ব্লেডের আঘাতে জমে যাওয়া রক্ত ও অশ্রু
একটু একটু গড়িয়ে যাচ্ছে
বর্ষার শেষ ধারাপাতে

তথ্যচিত্র

এই প্রখর সূর্যালোক ইটভাটা ঠা ঠা মাঠে ধুলো—
গঙ্গাজল খর জিভে চেটে নেয়
সমগ্রের সীমাহীন স্থাবর, অস্থাবর।
একফালি কালো মেঘে যে-টুকু কান্নার সম্ভাবনা তা
নদীভরা ঢেউয়ে উচ্ছ্বসিত ঝলমলে রোদে
সেইসব যৌননৈতিক তথ্যচিত্রের প্রেক্ষাপটে
ঝোড়ো বাতাসের মতো লটকে যায়
আদিগন্ত। আদিম।
রুগ্ণ গবাদি পশু ভাঙা পরিবার আর ছিন্নমূল-স্মৃতি আঁকড়ে
কোনোমতে বেঁচে থাকাদের মাঝখানে
ওই দ্যাখো দুঃখীমুখ অ্যাক্টিভিস্ট
ওই দ্যাখো মুভিক্যামেরা চ্যানেলবাহিনী
ওই দ্যাখো শোকগাথা গায়েনেরা
স্টোরি খোঁজে
নদীজল
সবহারা
পঞ্চনন্দপুর।

একাগ্র

মগ্নতার ভেতরে ছিল শঙ্কা, অস্থিরতা।

দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিলো দিন। ফুরিয়ে যাচ্ছিলো রবীন্দ্ররচনাবলি।
খুব ভোরে চোখে এসে পড়েছিলো আলো। বিচ্ছুরণ।
কোথাও কী ঢাক বাজছে জোরে! রাত-জাগা ক্লান্ত দু'হাতে।
পাখিদের কলকাকলিময় ভোরে টুপটুপ শব্দ। শিশিরের।
নদীর তীরে ঝুপঝুপ পাড়ভাঙার শব্দ। পুবালী বাতাস।

ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল সকাল। উদ্বেগ।
বাজনা বেজে উঠলে দুলে ওঠে কোমর, দুইহাত।
দেহাতী মফস্‌সলে জেগে ওঠে চায়ের দোকান। শারদপ্রভাত।

অনুগত কলকাতা

তুমল আলোড়ন, ঝটাপটি—তন্ত্রমতে সিদ্ধরাত
এবং আহত শার্দুল-মন
অ্যালবামে ভীষণ মগ্ন, যখন ওড়ে
তখন আতসবাজি ফুলকি ছড়িয়ে ছড়িয়ে
স্বপ্নমুখর...

পকেটপূর্ণ টংকায় তুমি কিনতে পারো একটা আস্ত রাত
অথবা একটা সম্পূর্ণ জীবন;
পানশালা বন্ধ হবার পর যারা ফিরেছিল
উলটোদিকে
সে পথে তখন যান অথবা বাহন
কোনোটাই নেই—
তবু জীবনবীমা না-করানো এই জীবন
ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে তুমি
আলোর বৃত্তের নিচে বারবার দাঁড়াতে চেয়েছিলে
চেয়েছিলে ব্র্যাণ্ডেড লোগো বসানো নাগরিক জীবন!
আর ঘুমের মধ্যে থেকে স্বপ্নের ভেতর থেকে
হাসি-হাসি দাম্পত্যের আলেয়ারাত
নিশিডাক দিয়ে ডেকে নিয়ে গেছিলো তোমায়
ভেণ্ডার উপ্‌চে-পড়া সবজি আর মাছধোয়া পচা জলের
পঙ্কিল পথে। ভোররাতে।

অন্য শহরে রেখে মানুষ করতে চাইছো পরের বাচ্চাকে,
অথচ পকেটে টংকা আছে? আছে কি?
এই অপারগ কবিতাজন্ম নিয়ে শেষে কী করবে!
সামান্য আবেগের ধোঁয়া আর মনখারাপ
শনিবারের ভাঙা আসর নিয়ে ছুটে যায়
প্রপঞ্চময় হাড়কাটা বা মেডিকেলের
খারাপ অন্ধকারে;
ঘরে ফিরে ঘুমন্ত সন্তানের গালে আলতো চুমো—
খলবল করে ওঠে স্নায়ু,

দূরে ট্রেনের ভোঁ, অচেনা কলোনি আকাশ...

শঠ ফেরেব্বাজ লম্পট সাধু আর বেশ্যারা
ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে ট্রামরাস্তায়
এন এইচ থার্টি ফোরে
বারাসাত কৃষ্ণনগর সাজুরমোড়ে
রাত-চরা পাখির মতো অল্প অল্প উড়ে লাফিয়ে
তুমি অতিক্রম করতে চাইছো আবহমান
অতিক্রম করতে চাইছো রুমালি রুটি তড়কা সবজিভাত
অতিক্রম করতে চাইছো নাইটসার্ভিস রকেট সিএসটিসি
আর যত খিস্তির সকাল
গালাগাল মুখখারাপ ট্যাক্সিওলার একঘেয়ে এফএম
পুরুষবন্ধুটির পিঠে লেপটে থাকা লাজুকমুখ বাসের কিশোরীটি
বিই কলেজ অথবা য়ুনিভার্সিটি অথবা ভিক্টোরিয়া
ফিরতি পথে রবীন্দ্রসদন
নীলস্ক্রিনের ভেতর দ্যাখে সম্প্রসারিত রেলপথ, মেট্রো
শহরের পেটে তলিয়ে যাওয়া গ্রাম
চড়কগাছের ধুলোর মতো উড়িয়ে দেওয়া দিন
এবড়ো-খেবড়ো পথে অক্লান্ত হেঁটে চলা
কদমখণ্ডী রামকেলি গুপ্তবৃন্দাবন
বিগবাজার মল আইনক্স
সদনচত্বর জুড়ে প্রতি শীতে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়
কত মেলা কত মন কত বিকিকিনি
ঠং শব্দে ঝরে যায় আহত-স্বপ্নেরা
পরিবর্তনের দুনিয়া জুড়ে মুখ ব্যাদান করে
তাকিয়ে থাকে মুদ্রারাক্ষস :

মফস্‌সলও পথ বদল করে
ধবধবে স্পোর্টস শু-র গায়ে জড়িয়ে থাকে
মহানন্দাপারের কাদাবালি শুঁয়োপোকা
আমের শুকনো বউল...
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছোটোছুটি
পোর্টফোলিও রেডি। স্কুল বা কলেজের চাকরি

পুরস্কার প্রত্যাখ্যান হাততালি
—তুমি লক্ষ্য করছ সবই;
কিভাবে পরিবর্তিত শিবির বা সেনানী
কবিতা থেকে গদ্যে সরে গিয়ে
দু'দন্ড শ্বাস নিচ্ছে কোচবিহার পুরুলিয়া শিলিগুড়ি বহরমপুর
তোমার সামনে সেই অলীক চাকা, ঘূর্ণায়মান
কীভাবে পা রাখবে তুমি কোথায়
রাখবে তুমি পা
বিলুপ্তির রাজধানীর মিনার থেকে উড়ে যাওয়া
বিষণ্ণ মেঠোপথে
চলন্ত সাইকেলে ঘর্মাক্ত রেডিওর গান :
ক্যারিয়ারে বাঁধা ঝুড়ি
পরান জ্বলিয়া যায় শুনতে শুনতে ছুটে যায়
ঝুড়িভর্তি ফুলকপি মূলো শিম বা নধর কড়াইশুঁটি...

জ্বালা করছে চোখ, বিড়ির ধোঁয়া, শ্বাসকষ্ট, পেচ্ছাবের গন্ধ
কী করতে গিয়েছিলে বুড়োভাম তুমি একা
খোলামাঠে অন্ধকারে
সমগ্র তখন শঙ্কিত, বিপন্ন—
শ্মশানস্তব্ধতা শুধু বুকের ভেতর—নির্লিপ্ত তুমি—
ফোন বন্ধ। নিয়মের দোহাই আর আইন দেখছ তুমি,
একটি মোটরবাইকে তিনজন শ্লথগতি বেয়াক্কেলে দিন
ট্রেনে-ট্রেনে ঘুরে-ফেরা রোদ্দুর আর শীত
কুয়াশার সর মেখে নির্বিকার পয়গম্বর—
পেরিয়ে যাচ্ছে অতিক্রান্ত পথ
পেরিয়ে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন মধ্যবর্তী দিন...
সেইরাতে লকাপে মুখখারাপ আর
পানের পিকমাখা দেয়ালে
ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে তুষার রায় বা
শক্তি চট্টোপাধ্যায় মনে করবার মতো কোনো অবকাশ
গড়তে চেয়ে তুমি নিশ্চুপ;
শনশন হাওয়ায় কাঁপুনি দিয়ে শীত আর ঝরাপাতারা
মনে মনে কবিতা বুনেছিল, তোমার জন্য রামনাম

সত্য হ্যায় কিনা ভেবেছিলাম আমরা
আর তুমি বেওয়ারিশ হয়ে পড়েছিলে সরকারি হাসপাতালের
ঠাণ্ডা ধাতব বিছানায়, নিস্পন্দ। নীরব।
গ্রাম আর শহরের মধ্যবর্তী তুমি টুকরো টুকরো আর
ক্লাশরুমের গেঁয়ো বালক এতদিনে হৃষ্টপুষ্ট
সারারাত আগলে রাখে উলুঝুলু কবি ও মাস্টারকে—
কেউ কী মনে মনে একবারও হরিবোল বলেছিল
যখন কুড়োনো চাঁদায় শুরু হয়েছিল তোমার সৎকারযাত্রা!
প্যান্টের ভেতর দুইপা
করাল রাত্রি কালো হয়ে ঢুকে যায় মাথায় যখন
কনভেয়র বেল্টের হিংস্র আগুন মুহূর্তে গিলে নেয় তোমার স্ট্রেচার;
বাঁশের স্ট্রেচার থেকে আগুনের উষ্ণ বিছানায়
এক অলৌকিক যাত্রা তোমার

ট্রেনের জানালায় মুখ। মধ্যরাত। ঝুঁকে দেখে নিচ্ছো
লকগেট, আগ্রাসী গঙ্গা। একটি-দুটি মুদ্রা
ছুঁড়ে দিয়ে জলে পাপস্খালন
কপালে দুইহাত জড়ো করা সহযাত্রীর—
তীব্র হুইশেল। নিঃসঙ্গ প্লাটফর্মে আলো ফেলতে ফেলতে
ছুটে যায় ট্রেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ।
বাংলার জনপদ তখন ঘুমের চাদরে শুয়ে
আর তুমি উৎকণ্ঠিত, ঘুম আসে না—
ঘনঘন ঘড়ি জল অথবা ঘুমের ওষুধ
তরাই ডুয়ার্স পেরিয়ে একফালি স্লিপার বার্থ নিয়ে
ছুটে যাও তুমি

হায়না ও নেকড়েরা এই রাতে পথে বেরিয়েছে,
থার্টিফার্স্ট...রাস্তা জুড়ে দাপাদাপি...আলোর মেলা...শার্ক টুথ...
পুরোনো ক্যাথিড্রাল নাট্যদল নাইটক্লাব সস্তার বার জাগছে রাত
জিও জিন্দেগি মস্তিসে কলোনির ছাদে ধুম মচিয়ে দাও
টগবগ ফুটুক কড়াইয়ের মাংস— পানের দোকানে উড়ুক পরাগ,
রঙিন কন্ডোম—
জাগছে রাত বেহুঁশ গাড়ি...রায়চক...পাঁচতারা...বাংলার ঠেক্

কবির জন্মদিন পালন হবে মৃত্যুদিনও
পপিফুলের কৌমার্য থেকে চুরি করা রঙ দিয়ে
আঁকা হবে বইয়ের দোকান
ঋজু মেরুদন্ডে দাঁড়িয়ে থাকবে সদ্যোজাত কবিতাগ্রন্থরা
ট্রেডলে-ছাপানো ওইসব সাংকেতিক ইস্তাহার ব্যবহারবিধি-সংক্রান্ত
মূলতঃ প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য —
যাদের অবলম্বন সারাদিনের জমানো এসেমেস আর
উইক এন্ড, রেস্তোরাঁর অন্ধকার!
তবুও বাইক খুব গতিশীল ক্রিয়াশীল শহর ছাড়িয়ে
রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে জেগে ওঠে হরিবোল, শ্বাপদ-চলন
সার-সার বেঞ্চে বসে থাকা যাত্রীসকল
ওয়েটিংরুম থেকে হুড়োহুড়ি উঠে যায়
প্রতীক্ষার ট্রেনে
ক্রিমেটোরিয়ামে—

টেবিলে উপুড় করা বই, খোলা খাতা, আধ-খাওয়া চা
ঝগড়া-ক্লান্ত দুপুরে শিশুপালন পদ্ধতি
হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে তামাকের কৌটো—
দেরাজে দেরাজে রাখা বিস্ফোরক সকল
নিয়ন্ত্রিত এখন, নিয়ন্ত্রিত বেগানা সফর।
খোলস হারিয়ে ফেলে নির্জীব সাপ
ঘুরে বেড়ায় গঞ্জের ভিড়ে
হাটুরে আড্ডায়
নিমবাড়ি হবিবপুর মানিকচক মোহনপুর
একশো দিনের নিরাপত্তা, জবকার্ড, পঞ্চায়েতীরাজ—
বাকি দুশো পয়ষট্টি দিন কে দেবে কাজ জানে না সরকার বাহাদুরও
কারণ বিপিএল নিছক টিভি কোম্পানির নাম নয় আর,
বোঝায় দারিদ্র্যসীমাকে!

এই যে আমি খুলেছি আমি রাত্রি
এই তো সব রাতপোশাক আর ঘুণধরা উষ্ণীষ
বোতল বোতল মদ দিশি পোকা আর জোনাকির আলো
সমস্ত প্রত্যঙ্গ তবু ভয়ে থিরথির

ন্যাড়া মাঠে ঘন হয় অন্ধকার
ঘন হয়ে আসে চুম্বণ
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলা হয় আলো, ওয়াচ টাওয়ার
কতটা নিরাপদ নিয়ন্ত্রণরেখা—
কতটা অসহায় আদিবাসীরা, জঙ্গলমহল! আর মৃত্যুপ্রবণ
ইচ্ছেরা খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে পড়ে থাকে পথে—
পুজোবার্ষিকী লেখায়, উপন্যাসে, বেস্টসেলার তালিকায়;
দগ্ধদিনে অনিবার্য পিটিক্লাশের অছিলায়
মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত হাঘরে বেকার বাউন্ডুলেরা
এসে দাঁড়ায় ইচ্ছেগাছের নিচে।
দূরে কার্নিভাল, ব্যান্ডগান, লোককথার আসর—
মুদ্রাখচিত ছেঁড়াগেঞ্জি খাটোধুতি
ঘুরে ঘুরে নাচ, জটাজুট নানারই বন্দনা, 'শিবো হে—'
শ্মশানে গোরস্থানে মাজারে ঘুরে বেড়ায় নন্দীভৃঙ্গী,
নানার স্যাঙাত...
ছোটো তামাসা বড়ো তামাসা ... আলকাপ ... গম্ভীরার গান...
ছিলিমে দম দিতে দিতে এক ফুঁয়ে
নিভিয়ে দিতে চায়
যত পরকীয়া আর কূৎকৌশল

হা হা শব্দে উড়ে আসে হাওয়া আর ঝরাপাতারা
দিকচক্রবালে তখন অষ্টাদশ অশ্বারোহী—
ধুলোয় ভরে উঠেছে আকাশ, চোখে কড়কড় বালি
খোলা কৃপাণ আর মহিষমুণ্ড : রক্তাক্ত অথচ ঠাণ্ডা
দ্রুত বাতাস ঘুরে যাচ্ছে দক্ষিণ অভিমুখে,
আরক্ত গঙ্গায়। শতাব্দী পেরিয়ে যায়...
হাটগোবিন্দপুরে তোড়জোর তখন
ঢাক কাঁসি উড়ন্ত জবাফুল :
সিঁদুরে বেলপাতায় ঘামের চটচটে গন্ধ, ধুতুরার বিচি
পরিত্যক্ত প্ল্যাটফর্মে বাতিল-কামরার মতো দাঁড়িয়ে থাকে
ভৌগোলিক ভূত-ভবিষ্যৎ!
দলীয় পতাকার অমোঘ কাঠিন্যে নির্মম স্থলবিভাজিকা—
পিচকিরির মতো ফিন্‌কি দিয়ে বার হয় রক্ত'

ছড়িয়ে যায় ছিটিয়ে যায় শৌখিন ক্যামেরার লেন্স থেকে
গৃহস্থের টেলিভিশন-সেটে,
তীব্র হয় আগুনের লেলিহান...গুলিবৃষ্টি...গোলাপায়রার ওড়াউড়ি...
জতুগৃহ বহুতল...

একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যায়
ওম্ শান্তি ওম্ শান্তি ওম্ শান্তি

তুমি দেখছো সবই, অথচ বৃষ্টিহীন মেঘহীন
একটা ভূখন্ডে কীভাবে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সূর্য
নেমে আসছে সারাৎসারে অনিশ্চিত অন্ধকার
এপার আর ওপারের কাঁটাতারের ছায়া
কীভাবে অলঙ্কৃত করছে তোমার দিনলিপি
কিছুই লেখা হচ্ছে না—লেখা হচ্ছে না রাতচরা পাখিদের খোয়াব—
নিসিন্দা আমলকি হরিতকি বা বাবলার ঝোপ—
আর কাটা পথে বোঝাই শরীরে ছুটতে ছুটতে
এই আস্তানা ওই আস্তানা—পালাচ্ছো তুমি
উদ্বাস্তু শিবির থেকে উড়ে আসে চিঁড়ে গুড় আর খিচুড়ির খুশবু!
পিতামহ মাতামহীরা ধুলোপথে বাঁচানো সম্বলে
পার হয় ধানখেত, কাঁটাতার, উদ্যত বেয়নেট।
লালিত ইচ্ছের মতো পালটে যায় জনপদ।
বদলে যায় দিন।
নতুন কলোনি জুড়ে সমবেত ভাইবোন
সমবেত স্নায়ুসমাবেশ...
শতাব্দী পেরিয়ে যাচ্ছে
আরও গাঢ় রঙ দাও আকাশের রোদে

ফিরে যাচ্ছো শহর ছেড়ে; দমবন্ধ, কান্না ঠেলে
আসছে গলায়। ফিরে যাচ্ছো গাছ হাওয়াকল
ঝিলপার ছেড়ে। জমানো সমস্ত চিঠি ক্যুরিয়ারে দশটি বছর—
ফিরে যাচ্ছো রাত্রির ট্রেন...ফিরে যাচ্ছো কাঁটাতার...
ফিরে যাচ্ছো মফস্‌সল...ফিরে যাচ্ছো গঞ্জের হাট...
ফিরে যাচ্ছো লালকমল নীলকমল সুয়োরানী দুয়োরানী...

ফিরে যাচ্ছো দিলদরিয়ায়...অন্ধকারে...একা
পালটে যাওয়া জনপদে খুশির রোশনাই
টিভির ক্রিকেটে আজ যুদ্ধজয়
অথচ পরাজিত সৈনিকের মতো তুমি পালিয়ে যাও। একা

শতাব্দী পেরিয়ে যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে শেষ শো।
আনাচে কানাচে জঙ্গলে ইটভাটায়
ধূসর গামছার ওপর পড়ে থাকা অনিচ্ছার রুটি
অক্ষত এখনও। ওপাশে পাইপগান, গোপন হিংসা আর
বেয়াড়া রতিকর্ম। রাত বাড়ে। নীরব নক্ষত্রমণ্ডল নেমে আসে
মেঘের তলায় কালো হতোদ্যম নগ্ন শরীরে...
পাখিরা দ্রুত উড়ে যায় আউটপোস্টের দিকে...
অপেক্ষমান ওবিভ্যান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, মানবাধিকার
পুড়ে যাচ্ছে মানচিত্র, ঘাস, শুকনো জঙ্গল
বাজারে বাজারে কত ঘুঙুর বাঁশি আলকাপ আর
পঞ্চরস অপেরার গান
মুখে রঙ, হাতে কলম, সাদা পৃষ্ঠা, কবিতার বই

আমিও ডিলিট করি নাম, পদবী, কনট্যাক্ট নাম্বার
শতাব্দী পেরিয়ে যায়—
পেরিয়ে যায় যাদবপুর গড়িয়া সোনারপুর সুভাষগ্রাম বিগবাজার
সত্যজিৎ ঋত্বিক কুরোশাওয়া বুনুয়েল বার্গম্যান আইজেনস্টাইন
দীনেশ মজুমদার সরোজ দত্ত চারু মজুমদার কানু সান্যাল জঙ্গল সাঁওতাল
জ্যোতি বসু
ভারতচন্দ্র মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব জীবনানন্দ অ্যালেন গিন্সবার্গ
চশমা ছিল সকলেরই
জগদীশগুপ্ত মানিক সতীনাথ কমলকুমার তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ গুন্টার গ্রাস
শতাব্দী পেরিয়ে যায়—
রুক্ষ মাঠে ন্যালাখ্যাপা রামকিংকর
বাঁকানো খেজুর গাছ ঢেউ খেলানো মাঠ তালবন কাঠফাটা রোদ...

প্রয়োজন, আরও প্রয়োজন
প্রয়োজন আরও কিছু স্থাবর-অস্থাবর

যশ, প্রেম, বাৎসল্য আর গোধূলি বিকেল
মাল্টিপ্লেক্স ক্যানবিয়র অবরোধবিহীন
মুকুটমণিপুর ডায়মন্ডহারবার আর বিষণ্ণ রেজালা
উদ্বাস্তুশিবিরে কাটানো শারীরিক রাত্রি
এই খুলে দিলাম মেলে দিলাম
ছুঁড়ে ফেললাম রাতপোশাক আর নির্জীব খোলস
দূরে স্টিমারের ভোঁ, একটুকরো ঘর, একটা চৌকো বিছানা
তবু খুব দরকার
নিরাপদ ঘুম প্রয়োজন
প্রয়োজন চল্‌তি শতাব্দীর

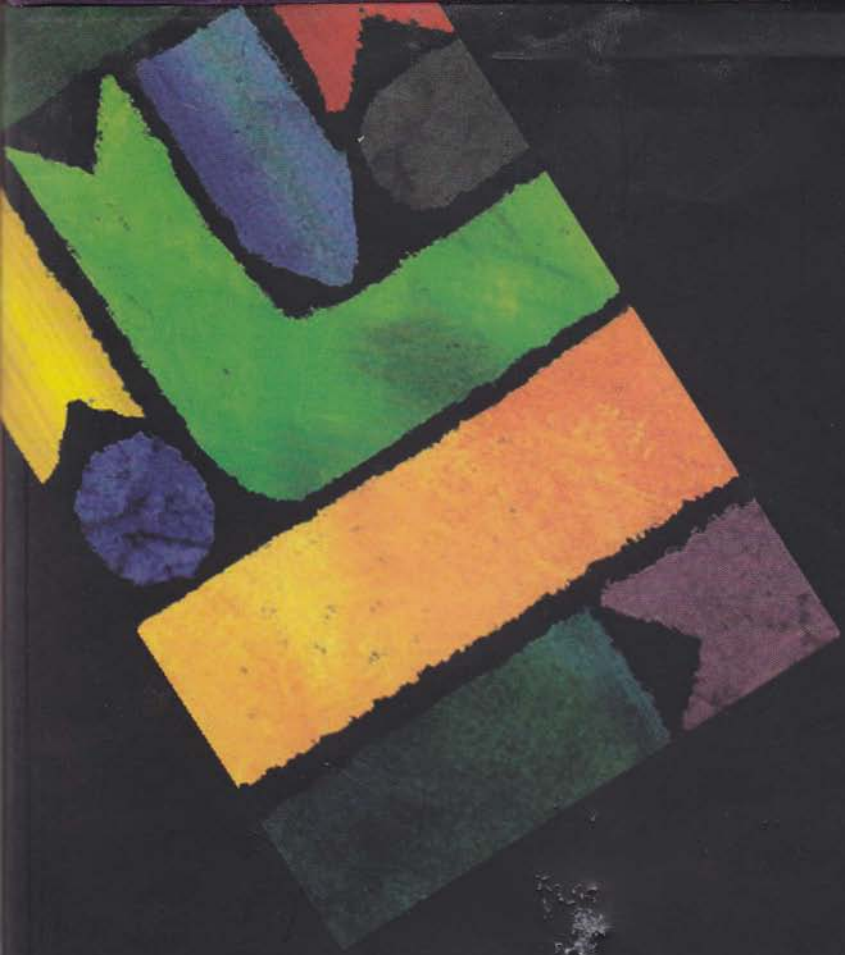

প্রতিবাস

25

1986-2011

YEARS OF PRATIVASH